দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি একটি বিশ্লেষণ

শামীম হাসান

এ বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল ব্যতিক্রমধর্মী। এই ব্যতিক্রম অনেক দিক দিয়েই। আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই ফলাফল নতুন করে ভাববার সুযোগ এনে দিয়েছে। অবশ্য যারা ন্যূনতম চিন্তা-ভাবনা করেন তারা অনেক আগেই এ ধরনের ফলাফল হবে বলে ধরে নিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হল, এ বছরের ফলাফল কি লেখাপড়ার মান উন্নয়ন নির্দেশক নাকি শুধুই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি? আমার মনে হয় দ্বিতীয় অংশটিই অধিক যুক্তিযুক্ত।

বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা সংক্রান্ত পাঠক্রম, পরীক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের দ্বারা প্রণীত। কিন্তু কোন কোন পদ্ধতি এমন উদ্ভট যে তার ত্রুটিবিচ্যুতি সহজেই অনুমেয়।

এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলই এর ত্রুটিবিচ্যুতি উপস্থাপনে সক্ষম। এ পদ্ধতির ত্রুটিবিচ্যুতি একটু সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। এ পদ্ধতিতে সর্বমোট ১০০০ নম্বরের পরীক্ষা হয়ে থাকে। গণিত ও উচ্চতর গণিত ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বর থাকে 'Multiple Choice' বা 'নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা' অংশে। আর প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৫০০ প্রশ্ন সমৃদ্ধ একটি করে 'প্রশ্ন ব্যাংক' সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ড থেকে সরবরাহ করা হয়। ৫০টি প্রশ্ন এই ৫০০টি প্রশ্নের মধ্য থেকেই Select করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ পরীক্ষার্থীর মতেই এই ৫০০টি প্রশ্ন পড়বার জন্য ১/২ ঘন্টা সময়ই যথেষ্ট। সুতরাং ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বর উঠানো যে কতটা সহজ তা সহজেই অনুমেয়। এ প্রসঙ্গে রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে অনেক ছাত্রই 'নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা' অংশে ৫০-এর মধ্যে ৫০ পেয়েছে। কিন্তু বাকি ৫০ নম্বরের গতানুতিক ধারার প্রশ্নের মধ্যে তাদের স্কোর ৩ থেকে ৫ নম্বরের মধ্যে। ২/৩টি বিষয়ে লেটার পেয়ে ফেল করেছে, এ রকম ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও নগণ্য নয়। 'Multiple Choice' পদ্ধতি এবং 'Question Bank' নিঃসন্দেহে ফলাফলের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলেছে।

সারাদেশে এ বছর প্রথম বিভাগপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় দেড় লাখ, স্টার মার্কসও অসংখ্য। এই সংখ্যা অন্যান্যবার থেকে নিঃসন্দেহে অনেক বেশি। এই মাত্রাতিরিক্ত ভাল ফলাফল কিভাবে ছেলেমেয়েদের ক্ষতি করছে বা করতে পারে তা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। প্রথমত, এই ধরনের ফলাফলে ভাল ছাত্রছাত্রী এবং তুলনামূলক কম ভালদের মধ্যে তুলনা করা অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়ত, এ ধরনের রেজাল্ট ছাত্রছাত্রীদের মাঝে সামান্য হলেও উচ্চ ধারণা এবং বলতে গেলে কিছুটা গর্ববোধের সৃষ্টি করেছে যা এদের ভবিষ্যতের ওপর মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এদেশে এমনিতেই এইচএসসি পরীক্ষার সিলেবাস এসএসসি'র তুলনায় মাত্রাতিরিক্ত বেশি। উচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত এসব ছাত্রছাত্রী যখন এইচএসসি'তে পড়বে তখন এই বড় সিলেবাস তাদের মধ্যে রীতিমত একটা ভীতি সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া এইচএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি যদি আগের মতই রাখা হয় তবে, প্রথম বিভাগের সংখ্যা নিঃসন্দেহে অন্যান্যবারের মতই হবে। অর্থাৎ ১০ থেকে ১২ হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তৃতীয়ত, আমাদের দেশে কলেজের সংখ্যা এই বিশালসংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির জন্য স্থান সংকুলানে অক্ষম। ফলে দেশে প্রথম শ্রেণীর বেশ কিছু কলেজে ইতোমধ্যে Applicable marks, ৭৫০ নম্বরে নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্রাতিরিক্ত ভিড় এড়ানোর জন্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রথম বিভাগ পেয়েও অনেক ছাত্রছাত্রী অনেক কলেজেই ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে না। তাছাড়া অনেকেই কোন কলেজে এইচ,এস,সি পড়ার সুযোগ আদৌ পাবে কিনা, সন্দেহ আছে। চতুর্থত, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই ফলাফল বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে।

কোন প্রচলিত পদ্ধতি রাতারাতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করা যায় না। তাছাড়া তা উচিতও নয়। কেন না, এতে সুবিধার চেয়ে সুবিধাই বেশি। এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি ধীরে ধীরে পরিবর্তন করা যেত। আমূল ও নাটকীয় এ পরিবর্তন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে নিঃসন্দেহে। তাছাড়া ৫০ নম্বরের জন্য দেয় 'প্রশ্ন ব্যাংক' ক্ষতি করেছে সবচেয়ে বেশি। এতে 'Multiple Choice'-এর মূল লক্ষ্যটাই গেছে ভেস্তে। কারণ এর মূল লক্ষ্যই হচ্ছে, প্রশ্ন হবে সম্পূর্ণ সিলেবাসের ওপর ভিত্তি করে। ফলে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ সিলেবাসে Word by Word পড়তে হবে। পরীক্ষা পদ্ধতিতে প্রথমেই ৫০ নম্বরের 'Multiple Choice' না রেখে কম রাখা যেত। কেননা, যদিও পদ্ধতিটি ভাল, তবুও তা এদেশে রাতারাতি ইমপ্লিমেন্ট করা সম্ভব নয়। দেশের মাত্র ২% বিদ্যালয় সরকারী, অত্যন্ত নগণ্য সংখ্যক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার, লাইব্রেরী ও অন্যান্য সুবিধাদি পর্যাপ্ত। তাছাড়া শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকে নতুন একটা পদ্ধতি প্রবর্তন করাও কঠিন। এ প্রসঙ্গে ১৯৮৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজী সিলেবাসের কথা বলা যায়। হঠাৎ করে একটি নতুন ধরনের ইংরেজী বই এবং পরীক্ষার সিলেবাস প্রবর্তন করা হয়েছিল। যদিও বইটি ভাল ছিল। কিন্তু প্রশিক্ষণের অভাবে অনেক কলেজের শিক্ষকগণই তা ভালভাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। পরবর্তীকালে 'Bangladesh English Language Teacher's Association' অনেক মিটিং, সেমিনার করে সরকারী কিছু টাকা গচ্চা গিয়ে পদ্ধতিটি বাতিল করেন। প্রকৃতপক্ষে পদ্ধতিটি এসএসসির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং তা সহজে ইংরেজী শেখার পক্ষে অনুকূলও ছিল। কিন্তু আমূল পরিবর্তনের লাভ কি হল? লাভ হল দুটো। এক, ১৯৮৮ সালের পরীক্ষার্থীদের ইংরেজীতে নম্বর নাটকীয়ভাবে কমে গেল। দুই, বই, নোট বই, গাইড বই ইত্যাদির পিছে বেশ কিছু টাকা গচ্চা গেল, যা পরবর্তীকালে কোন ছেলে বা মেয়ে আর ব্যবহার করতে পারলো না।

একটি পদ্ধতি ভাল। কিন্তু তা সবক্ষেত্রে নয়। আমেরিকায় যে শিক্ষা পদ্ধতি ১০০% সফল। বিশ্বের দরিদ্রতম এদেশে তা ১% সফল নাও হতে পারে। সুতরাং কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও শিক্ষাবিদ যদি মাঝেমধ্যেই সরকারী খরচে বিদেশ যাত্রা করেন আর সেখানকার উন্নত পদ্ধতি এখানে এনে চালু করেন তবে তা নিরক্ষরকে 'Theory of Relativity' শেখানোর মতই হবে।

শিক্ষা সংক্রান্ত সর্বস্তরের শিক্ষাবিদ, কর্মকর্তা, শিক্ষকমন্ডলী, গবেষক, অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, সংগঠক সবার প্রতি অনুরোধ আপনারা মুক্ত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কোন্ পদ্ধতি এদেশের জন্য উপযোগী তা স্থির করুন এবং প্রবর্তন করুন। অদূরদর্শী, উদ্ভট শিক্ষা পদ্ধতি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। রাতারাতি নাটকীয় পরিবর্তনও কাঙ্ক্ষিত নয়। শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করুন। এখনও সময় আছে।

(লেখক : রাজশাহী বিআইটি'র তড়িৎ কৌশল বিভাগের ছাত্র)